পশ্চিমবঙ্গ দশম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন - ২০২৩

বামফ্রন্টের আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ দশম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন - ২০২৩

রাজ্যবাসীর প্রতি বামফ্রন্টের আবেদন

আগামী ৮ই জুলাই ২০২৩ (২২শে আষাঢ়, ১৪৩০), শনিবার আমাদের রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠার দিনেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে পঞ্চায়েত ও পুরসভা জনগণের ভোটে নির্বাচিত করা হবে। এই ঘোষণা অনুসারে ১৯৭৮ সালে ভারতের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবাংলায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হয়। সুষ্ঠু পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্বার্থে রাজ্য সরকার জেলা পরিষদ থেকে গ্রামসভা পর্যন্ত হিসাব নিকাশ, বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তা কমিটি ও সাহায্য-সহায়তা প্রাপকদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন কোন খাতে বা প্রকল্পে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ফলে, সরকারি অর্থবরাদ্দ ও পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের একটি সাধারণ চিত্র গ্রামবাংলার জনগণের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থা চালু ছিল।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের আমলে তৃতীয়বার পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ বছরের অপশাসনে রাজ্যজুড়ে নজিরবিহীন চুরি, দুর্নীতি, লুটপাট চলছে। দমন, পীড়ন, অকারণ হয়রানি, মিথ্যা অভিযোগে আটক এখন নিত্যকার ঘটনা। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই - কাজ নেই কেন? শিল্পের এই করুন অবস্থা কেন? কৃষক ফসলের দাম পায় না কেন? ১০০ দিনের কাজ বন্ধ কেন? আবাস যোজনার কাজ থেমে আছে কেন? শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সর্বনাশ হয়েছে কার মদতে? দলের নেতা মন্ত্রীরা চুরির দায়ে জেলে যাচ্ছেন, টাকার বিনিময়ে পাওয়া চাকরি বাতিল হচ্ছে, ভূ-ভারতে এর কি কোন নজির আছে? শুধু শিক্ষা দপ্তর নয় সব দপ্তরে, সব নিয়োগে, বালি, পাথর, কয়লাসহ সব খাদানে, পঞ্চায়েত, পুরসভা, সমবায় সর্বত্র লুটপাটে কারা জড়িত? উত্তর একটাই - শাসকদল, তৃণমূল। রাজ্যের অর্থনীতি, আইনের শাসন, নাগরিক স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প সবই ধ্বংসের কিনারায়। রাজ্যের ঘাড়ে দেনার পরিমাণ বেড়ে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা। এই সর্বনাশা পরিস্থিতি, লুটপাট এবং অরাজকতার

ফলে ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন শাসক দল। দুর্নীতি ও জুলুমবাজির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। বামফ্রন্ট চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সময় থেকেই স্পষ্ট করেছে - 'তৃণমূল কংগ্রেস একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দল। দুর্নীতির টাকায় তাদের দল চলে। সবধরনের লুটের অর্থের মূল উপভোক্তা দলের শীর্ষনেতৃত্ব'। ঘটনাবহুল এক দশকে বামপন্থীদের মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুব-ছাত্রদের ইনসাফ সভা, গ্রামে সাড়া জাগানো পদযাত্রা, আইনী লড়াইয়ের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ, সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জনগণের বার্তা এবং শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শিক্ষক, কর্মচারীদের ১০ মার্চের সফল ধর্মঘট - প্রতিটি আন্দোলনে শাসকের উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ লড়াই শুধু পঞ্চায়েতকে দুর্নীতিমুক্ত করার লড়াই নয়, বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই।

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিবাদ, সমালোচনা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মত সংবিধান প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমালোচনা বন্ধ করতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সি.বি. আই., ই.ডি., আয়কর দপ্তরকে দমন পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে মোদি সরকার বৃহৎ ব্যবসায়ী ও লুটেরা পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। আর.এস.এস.-র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল। জ্বালানি, ওষুধ, রাসায়নিক সার, খাদ্যপণ্য সহ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। কর্মসংস্থান নেই। শূন্যপদে নিয়োগ নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ঢালাওভাবে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক, বীমায় জনগণের গচ্ছিত অর্থে পুষ্ট হচ্ছে পুঁজিপতিরা। সংবাদ মাধ্যমকে দলীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাত-পাত, ধর্ম, পরিচিতি, মন্দির, মসজিদের জিগির তুলে মানুষের ঐক্য ভাঙ্গার অপচেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলই দুর্নীতি ও লুটপাটে সিদ্ধহস্ত। অর্থ ও প্রলোভনের মাধ্যমে দলবদলের খেলায় কেউ কম যায় না। ক্ষমতার জন্য মানুষের মধ্যে নানা কথার মারপ্যাচে বিভাজন তৈরি করা উভয় দলের সাধারণ কৌশল। নানা প্রলোভনে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে হিংসা ও ঘৃণার রাজনীতিতে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি ও তৃণমূল দল জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে বোঝাপড়া করেই রাজ্যকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনগ্রসর জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, পরিচিতির প্রশ্নে তাদের আন্দোলনকে সংকীর্ণ রাজনীতির তাগিদে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেই চলছে দমন পীড়ন। আঘাত বাড়ছে নাগরিক অধিকার, নিরাপত্তা, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশের উপর। এককথায় বিজেপি শাসনে দেশ চরম বিপন্ন। দেশের বহুত্ববাদী সংবিধান ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত।

পঞ্চায়েত এখন লুটে খাওয়ার আখড়া

বেপরোয়া লুটের জন্যই দরকার ছিল বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত। একছত্র আধিপত্যের তাগিদে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল।

এই সরকার দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। কর্মী, নেতা, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, এমনকি এক অংশের আমলা এবং পুলিশ-সকলের জন্য লুটে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই মনোভাব দুর্নীতিকেই উৎসাহিত করে চলেছে। পুলিশের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যত তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। দলীয়ভাবে নিয়োগ করা সিভিক ভলেন্টিয়ারদের রাজনৈতিক নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার পরিবর্তে চলছে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি। বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত ছিল জনতার সরকার। আর এখন এই আমলে গ্রাম সংসদ সভা হয় না। জনগণের অংশগ্রহণ বা মতামত দেওয়ার সুযোগ নেই। স্থায়ী সমিতি এখন গুরুত্বহীন। ব্লক স্তরে উন্নয়নের নির্ধারক হল-ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং কমিটি যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৩৪১টি ব্লকেই গঠিত হয়েছে। উপভোক্তা ঠিক হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে বা দলীয় আনুগত্য বিচারে। সমষ্টিগত ভাবনার ক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলে শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠন লাটে উঠেছে। সরকারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে। রাজ্যে ৮ হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে। যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি মালিকানার স্কুল। শিক্ষাক্ষেত্রকে কার্যত বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর পরিবার থেকে আসা পড়ুয়ারা। লুটপাটের জন্য দেশের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবীরা ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত। দুর্নীতির কারণে গৃহহীন মানুষের বাড়ি নির্মাণের অর্থ কেন্দ্র আটকে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার এই ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম। ফলে উভয় প্রকল্পের কাজ অনিশ্চিত। স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল। গ্রাম্য রাস্তা যানবাহন চলাচলের অবস্থায় নেই। কৃষক ফসলের সহায়ক মূল্য পাচ্ছে না। এফ.সি.আই., সমবায় সমিতিকে সরিয়ে ফসল কেনাকাটা করছেন এক শ্রেণির ফড়ে এবং রাইস মিল। এখানেও কাটমানির খেলা। গণতান্ত্রিক নীতি, নিয়মের বালাই নেই। সর্বত্র তথা পুলিশের দাপাদাপি চলছে। রাজ্যে কাজ নেই তাই বাঁচার তাগিদে লাখ লাখ তরুণ তরতাজা ছেলেরা অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মোদি সরকার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প কার্যত বন্ধ করতে চাইছে। ২০২৩-২৪ সালের জন্য ৩৩ শতাংশ বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে।

বাম আমলের পঞ্চায়েত মানুষকে যা দিয়েছিল

বাম আমলের পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ছিল - ১) গ্রামীণ সম্পদের বিকাশ ও জীবনযাপনের মানোন্নয়নে তার সদ্ব্যবহার। ২) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গ্রাম উন্নয়নে জনমুখী পঞ্চায়েতের প্রশ্নাতীত সাফল্য শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্যে বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়নের এই মডেল সারা দেশে চালু হয়েছে ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। এটা পশ্চিমবঙ্গের পথপ্রদর্শক ভূমিকার জাতীয় স্বীকৃতি। পঞ্চায়েত গ্রামীণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের দরজা খুলে দিয়েছিল। রাজ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে পশ্চিমবাংলা কৃষির বিকাশে দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছিল শতকরা ২৭ ভাগ থেকে শতকরা ৭২ ভাগ

জমিতে। ধান, মাছ, আলু, সবজী উৎপাদনে ও বনসৃজনে প্রথম স্থানে ছিল আমাদের রাজ্য। শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও কৃষি বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অধিকারীও ছিল এ রাজ্য। বনাঞ্চলের জমিতে আদিবাসী জনগণকে পাট্টা প্রদান, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, নারীর ক্ষমতায়ন বাম সরকারের অবদান। দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৭০ শতাংশ থেকে কমে ৩০ শতাংশ করা সম্ভব হয়েছিল। ৩০ লক্ষাধিক ভূমিহীন দরিদ্র্য মানুষ বিনামূল্যে জমি পেয়েছেন, নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা দেওয়া হয়েছে ৬.১৮ লক্ষ এবং মহিলাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে ১.৬১ লক্ষ। গ্রামীণ গরীবদের ক্ষমতায়নে, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে, শিক্ষার পরিকাঠামো ও মানোন্নয়নে, অনগ্রসর মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতিতে, দরিদ্র মানুষের সামাজিক সুরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

এই অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

রাজ্য ও কেন্দ্রের অপশাসন, অসহিষ্ণুতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। বিষবৃক্ষকে শিকড়সমেত উৎখাত করতে হবে। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৫ জন নেতা-মন্ত্রী-কর্মকর্তা-দালাল জেলে গেছেন। সরকারি মদতে রাজ্যে দুর্নীতির যে চেহারা সাধারণ মানুষ দেখছেন সেটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। বিপন্ন রাজ্যকে বাঁচাতে হলে এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। তৃণমূল ও বিজেপি'কে হটাতে মানুষের ঐক্য চাই। আগামীর লড়াই হবে গ্রামে গ্রামে, লড়াই হবে বিপন্ন বাংলাকে বাঁচাতে, লড়াই হবে লুট-দুর্নীতির বিরুদ্ধে, লড়াই হবে দেশের ঐক্য ও সম্প্রতি রক্ষার্থে। এই লড়াইয়ে আপনিও আসুন। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আপনাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

- ★ **বাংলাকে দুর্নীতিগ্রস্তদের দখল থেকে মুক্ত করুন।**
- ★ **দেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী, সাম্প্রদায়িক বিজেপি'কে জনবিচ্ছিন্ন করুন।**
- ★ **দিকে দিকে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।**
- ★ **রাজ্যে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তুলুন।**

বামফ্রন্ট পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিকল্প কর্মসূচী

১) পঞ্চায়েত হবে জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

- ★ গ্রাম সংসদগুলি হবে তৃণমূল স্তরে মানুষের সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত স্থান। অবশ্যই গ্রামীণ জনগণকে যুক্ত করে স্থানীয় এলাকা উন্নয়নের মতামত গ্রহণ করে তা কার্যকরী করা হবে। নিয়মিত গ্রাম সংসদ বসিয়ে মানুষের প্রকৃত স্বশাসনে পরিণত করা হবে।
- ★ পঞ্চায়েত এলাকায় এবং পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত যে কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বিশেষ করে জমি অধিগ্রহণ বা গ্রামীণ জমিতে অকৃষিজনিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৮০ শতাংশ মানুষের সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবার ধারা কঠোরভাবে রূপায়িত হবে। গ্রামীণ জমি প্রত্যক্ষভাবে প্রমোটারকে দিয়ে কিনে নেবার জমি মাফিয়াকরণের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত পঞ্চায়েত লড়বে।

★ গ্রামবাংলার নারী ও প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করা ও তাকে কার্যকরীভাবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

★ এসডিও-বিডিও কর্তৃক আমলা নির্ভর পঞ্চায়েত পরিচালনার রেওয়াজে বদল ঘটানো হবে।

২) শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন :-

★ স্কুলের পরিবেশ, পঠন-পাঠন, মিড-ডে-মিল সম্পর্কে গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হবে।

★ স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু রাখা হবে।

★ সমাজে আর্থিকভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর অংশের শিশু ও কিশোরদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। এলাকার শিক্ষিত নাগরিকদের সাম্মানিক প্রদান করে এই অংশের পড়ুয়াদের জন্য ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হবে।

★ গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ৫ বছরের বেশি বয়সের সকল ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হবে এবং স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা হবে।

★ আদিবাসী ও তপশিলি জাতির ছাত্রদের স্কুলের হোস্টেল পুনরায় চালু করা হবে।

★ গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিকে পুনরুজ্জীবন করে সেখানে ছাত্র-যুবদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৩) জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত :-

★ জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশের কাজ আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্কুলে মিড-ডে-মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের সমন্বিত করে করা হবে। মা ও শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, নির্মল পরিবেশ, রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

★ সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য রান্না করা খাবার বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করবে পঞ্চায়েত।

★ প্রতিটি গ্রামে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহারযোগ্য করতে পঞ্চায়েত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

★ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব পূরণ করে উন্নত ও জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে।

৪) কৃষিকাজ ও কৃষক কল্যাণ :-

★ কৃষকের স্বার্থে সমবায় সমিতিগুলির গণতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সমবায় থেকে চাষিদের দাদন, বীমার সুযোগ, ন্যায্য মূল্যে সার ও কৃষি উপকরণ পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে।

★ কৃষিকে উৎসাহিত করতে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় নাবার্ড-এর সাহায্যে গ্রামে গ্রামে খামার পাঠশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

★ কৃষকের ফসল সহায়ক মূল্যে বিক্রির জন্য ফুড কর্পোরেশনের ক্রয়কেন্দ্র বাড়াতে, বিপণন সমবায়গুলিকে ফসল কেনার কাজে যুক্ত করতে পঞ্চায়েত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

★ বর্তমানে মৌখিক চুক্তিতে গ্রামের খেতমজুর এবং গরিব চাষি জমি চাষ করেন। তাদের সরকারি অনুদান বা বীমার সুযোগ পেতে বৈধ নথিপত্রের ব্যবস্থা করা হবে।

★ পাট্টা বাতিল করে কেড়ে নেওয়া জমি ফেরতের ব্যবস্থা করা হবে। সমস্ত পাট্টা প্রাপকের জমি চিহ্নিত করে মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হবে।

★ বনভূমিতে চাষ ও বসবাসকারী আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট জমিকে চিহ্নিত করে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

★ জল, জঙ্গল, জমির অধিকার আইনকে কার্যকরী করতে সুনিশ্চিত করবে।

৫) গ্রামীণ কর্মসংস্থান :-

★ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং বন, পাহাড়, জঙ্গলভিত্তিক পর্যটনশিল্প গড়ে তোলার কাজে পঞ্চায়েত অগ্রাধিকার দেবে।

★ জমি-জল সহ গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। মাছ, ডিম, মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত প্রজাতির প্রাণী পালনের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় প্রজাতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা হবে। শাক, সবজি, ফলফুল সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

★ জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি প্রদানের লড়াই চালিয়ে যাবে। রেগার কাজে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একইভাবে আবাস যোজনার কাজ রাজ্যে পুনরায় চালু করা হবে।

★ গ্রামের বেকার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বহুমুখী পরিষেবা প্রদানের জন্য গ্রামীণ সার্ভিস সেন্টার গড়ে তোলা হবে। প্রয়োজনে বেকার যুবক-যুবতীদের কৃষিপণ্যে বিপণনের ব্যবসায়ে সহায়ক প্রকল্প চালু করা হবে।

★ ভূমিহীন কৃষক/খেতমজুরদের জন্য বাম আমলের প্রভিডেন্ট ফান্ড (প্রফলাল) প্রকল্প পুনরায় চালু করা হবে।

★ বামফ্রন্ট সরকার 'চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্পে' খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে ৫ কাঠা করে জমি দিয়েছে। প্রায় দু'লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। দায়িত্ব পেলে এই প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সরকারের হাতে থাকা জমি ভূমিহীন, বাস্তুহীনদের বঞ্চিত করে বৃহৎ ব্যবসায়ী, কোম্পানি বা কর্পোরেটকে মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার আইন বাতিল করা হবে।

★ পঞ্চায়েত গ্রামীণ সম্পদকে বিকশিত করে নতুন আয়ের পথ দেখাবে – প্রশিক্ষণ দেবে – বেকার যুবকদের স্বনির্ভর দল – সমবায় তৈরি করবে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে বীজ মূলধনের ব্যবস্থা করবে।

★ গ্রামভিত্তিক পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা, কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা ও ফোন নং জেলা পরিষদ দপ্তরে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

৬) সামাজিক সুরক্ষা :-

★ কন্যাশ্রী বা ২ টাকা কেজি চাল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের প্রকল্প। ১০০ দিনের কাজ বা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন বামপন্থীদের লড়াইয়ের ফসল। সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য চালু জনকল্যাণমুখী প্রকল্প অব্যাহত থাকবে এবং সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প হবে প্রয়োজন ভিত্তিক এবং রূপায়ণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

★ স্ব-সহায়ক গ্রুপগুলো স্ব-নির্ভরতা অর্জনের পরিবর্তে মাইক্রোফাইন্যান্সের চড়া সুদের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছে। মাইক্রোফাইন্যান্সের চড়া সুদের লুট বন্ধ করা হবে। মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কার্যকরী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠীকে অর্থকরী কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

★ দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বাম আমলের 'আমার বাড়ি' প্রকল্প সময়োপযোগী করে গৃহহীন মানুষের প্রত্যেক পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭) গ্রামীণ পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ :-

★ সামাজিক বনসৃজন পুনরায় চালু করা হবে। বনাঞ্চল এবং রাস্তার দু'পাশের গাছ লুটপাট বন্ধ করা হবে। বনাঞ্চল সন্নিহিত গ্রামের মানুষজনদের নিয়ে পুনরায় বনরক্ষা কমিটি গঠন করা হবে। সাপের কামড়ে, বজ্রপাতে, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে চালু ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে। হাতির আক্রমণে ফসলের ক্ষতি এবং বাড়িঘরের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয় যেমন- মধু সংগ্রহ, খাদানের কাজ, বহুতল নির্মাণের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বীমার ব্যবস্থা করা হবে।

★ গ্রামে মদ-নেশার ঢালাও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উৎকট শব্দ সৃষ্টিকারী মাইকের/ডিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া হবে।

★ গ্রামের জলনিকাশের ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, রোগ-জীবাণুর বাহক মশা-মাছির উপদ্রব নির্মূল করতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জলের অপচয় বন্ধ করা হবে।

★ গ্রামীণ অসাম্প্রদায়িক – লোকায়ত সংস্কৃতিকে উৎসাহ ও তার প্রসারে সাহায্য করবে পঞ্চায়েত। শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খেলাধূলায় উৎসাহ দেবে পঞ্চায়েত।

৮) যোগাযোগ ব্যবস্থা :-

★ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম্য রাস্তা যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত করা হবে।

★ জনপথ পরিবহনে বেহিসাবী ভাড়া বেড়েছে। পঞ্চায়েত ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করবে।

৯) পরিযায়ী শ্রমিক :-

★ পরিযায়ী শ্রমিকরা দ্বিমুখী (দালাল ও মালিক) শোষণের শিকার। নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করতে হয়। নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন না। আগামী দিনে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে বীমার ব্যবস্থা করা হবে। কর্মস্থলে যে কোন সমস্যায় পঞ্চায়েত পাশে থাকবে। যারা ফিরে আসছেন, তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি পোর্টাল চালু করা হবে।

বামফ্রন্টের আহ্বান

রাজ্য সরকারের সামগ্রিক জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, বাংলার গ্রামের নির্বাচিত সরকার গড়ে তুলতে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করুন।

বিমান বসু - সভাপতি, বামফ্রন্ট
স্বপন ব্যানার্জি - সিপিআই
তপন হোড় - আরএসপি
আশিস চক্রবর্তী - মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক
প্রবীর ঘোষ - বলশেভিক পার্টি
মহঃ সেলিম - সিপিআই(এম)
নরেন চ্যাটার্জি - এআইএফবি
সুভাষ রায় - আরসিপিআই
শিবনাথ সিনহা - ওয়ার্কার্স পার্টি

২১ জুন, ২০২৩

লুটেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েত উদ্ধার করে
বাংলার গ্রামে গ্রামে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তুলুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে

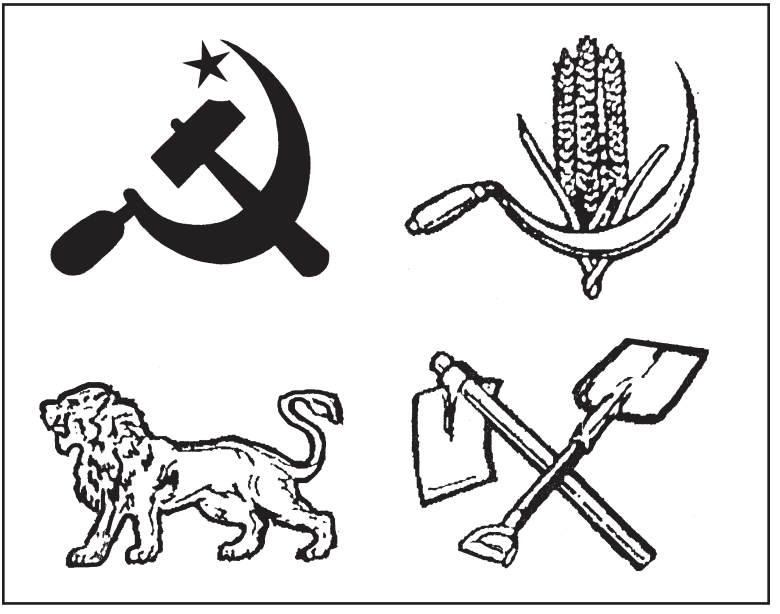

এই চিহ্নে ভোট দিয়ে
বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে
জয়ী করুন।

মূল্য : ৪ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কমিটির পক্ষে বিমান বসু কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।